Pub. opinion

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

150

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষাঙ্গনে ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যেমন প্রয়োজন প্রতিরক্ষা বাহিনীর, তেমন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন সুশৃংখল স্বেচ্ছাসেবী যুব সম্প্রদায়ের ও যারা জাতীয় সংকট বা দুর্যোগে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে সক্ষম হবে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের ছাত্র- ছাত্রীদেরকে এ কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষাঙ্গনে ১৯৭৯ সালের ২৩ মার্চ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বি, এন, সি, সি) গঠিত হয়েছে। ক্যাডেট কোর গঠিত হওয়ার পর হতে সরকার প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে এর সদস্যদের বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর অধীনে বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছেন। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীরাও অত্যন্ত উৎসাহের সাথে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ লাভ করছে। যে উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেয়া হয় তা নিম্নরূপঃ—

(১) ছাত্র তথা যুব সমাজে নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন, তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী সৃষ্টি, দেশের কাজে তাদের অংশগ্রহণে মনোভাব তৈরী, সর্বোপরি নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা।

(২) দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র সমাজের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া।

(৩) দেশের উন্নয়ন কাজে এবং দুর্দিনে সুশৃংখলভাবে স্বেচ্ছাসেবী হয়ে কাজ করা।

(৪) বহিঃশত্রুর আক্রমণের হাত হতে দেশ রক্ষায় দ্বিতীয় প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা।

(৫) প্রতিরক্ষা বাহিনীসহ দেশের সকল কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য দায়িত্ব ও সচেতনতা গড়ে তোলা। দেশের বিভিন্ন সংকট দূরীকরণে ছাত্রদের দেশ রক্ষার দায়িত্বসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের জন্ম।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, কিছু ভুল সিদ্ধান্তের কারণে ও বাস্তব পদক্ষেপের অভাবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের সকল উদ্দেশ্যই ব্যার্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। পূর্বে ক্যাডেট কোরের সদস্যদের মধ্যে যে মনোবল, শক্তি, উদ্যম, সাহস ছিল বর্তমানে তা প্রায় শূন্যের কোঠায় পৌছেছে। প্রাক্তন ক্যাডেটরা আজ নবীন ও শিক্ষানবীস ক্যাডেটদের নিরুৎসাহ করতেও দেখা যায়। এর কারণ কি? প্রাক্তন ক্যাডেট তথা কঠোর পরিশ্রমলব্ধ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের গুরুতর অভিযোগ, যে উদ্দেশ্যে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল, ক্যাডেট কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়ন করতে সম্পূর্ণ ব্যার্থ হয়েছেন। প্রাক্তন ক্যাডেটদের অভিযোগ, আজ পর্যন্ত দেশের কোথাও তাদের সনদপত্রের মূল্যায়ন হয়নি। চাকুরীর ক্ষেত্রেও তাদের সনদপত্রের মূল্য শূন্য বলে ধরা হয়। যাহোক ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের প্রশিক্ষণের সার্থকতা সেদিনই হবে যেদিন থেকে প্রকৃত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডেটরা প্রশিক্ষণ অনুযায়ী যথাস্থানে কাজে অংশ নেয়ার সুযোগ পাবে। এ ব্যাপারে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি ক্যাডেট কর্তৃপক্ষ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহের বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার অনুরোধ জানাই।

(১) ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরে ভর্তির সময়ে প্রত্যেক প্রার্থীর দৈহিক, মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ভালভাবে যাচাই করা।

(২) সরকারের সকল চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সনদ পত্রপ্রাপ্ত ক্যাডেটদের জন্য ৩০% ভাগ আসন সংরক্ষণ।

(৩) সাফল্যভাবে প্রশিক্ষণ শেষে উৎসাহী প্রত্যেক ক্যাডেটকে সরাসরি আই, এস, এস, বি পরীক্ষার মাধ্যমে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে কমিশন প্রদান।

—ক্যাডেট এম, রেজাউল ওয়াদুদ
(রেজা)